‘পরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ একটি প্যাকেজ নাটক

গোলাম মোর্তোজা

নাটকে সাধারণত দু’ধরনের শুটিং থাকে। ইনডোর এবং আউটডোর শুটিং। ‘পরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ এ রকমই একটি প্যাকেজ নাটক। নাটকটির ইনডোর শুটিং চলছিল প্রায় ৪০ দিন ধরে। এই নাটকের নায়ককে ঠিক চেনা যায় না। যাকে কেন্দ্র করে নাটক তিনি নায়ক নন। তিনি ‘শীর্ষ’ অভিনেতা। সব কিছুই আবর্তিত হচ্ছিল তাকে নিয়ে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন তার নাম মিস্টার পি.।

ফ্ল্যাশব্যাকে আরো কিছু তথ্য জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। মিস্টার পি. দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে ছিলেন না। দেশে না বিদেশে আছেন সেটাও জানা যেত না। এরও পেছনে আরো অনেক কথা আছে। তবে অতো পেছনে গেলে এই নাটকের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। আমরা শুরু করতে পারি এ বছরের মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। এ সময় মিস্টার পি. অবস্থান করছিলেন কোলকাতায়। দেশে একটি নাটকের মহড়া চলছিল তখন। ৬ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল নাটকটি। মহড়া চলাকালীন পরিচালকের মনে হলো, চরিত্রের প্রয়োজনে মিস্টার পি’কে প্রয়োজন। তাকে ছাড়া নাটকটি সফল হবে না। ডাক পাঠানো হলো তাকে। নাটক-সিনেমায় অনেক খুনের ঘটনা থাকে। মিস্টার পি. খুনির ভূমিকায় অভিনয় করতে পারদর্শী। খুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তার কাছে খুব সহজ কাজ। অনেক পরিচালক তাকে দিয়ে অনেকবার এমন কাজ করিয়েছেন। তারপরও তিনি আসতে চাইছিলেন না। তাকে আশ্বাস দেয়া হলো, আগের খুনের অভিনয়ের সব রেকর্ড নষ্ট করে ফেলা হবে। কোনো খুনের প্রমাণ থাকবে না।

পরিচালকের ডাকে ফিরে এলেন মিস্টার পি.। পরিচালক এমন আরো কয়েকজনকে কোলকাতা, আগরতলা, ব্যাংকক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এরা সবাই ‘শীর্ষ’ অভিনেতা। এদের মধ্যে ছিলেন মিস্টার কা, মিস্টার আর, মিস্টার শু প্রমুখ। এদের নিজেদের মধ্যে আবার তীব্র বিরোধ। কোনোভাবেই তারা এক নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করতে চান না। একেকজন একেক পরিচালকের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সবার পরিচালকই বিপুল অর্থবিত্তের মালিক, ক্ষমতাবান, প্রতিভাবানও। ‘শীর্ষ’ অভিনেতাদের থেকে কীভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয় তারা সেটা ভালো করেই জানেন। কিন্তু সব পরিচালককে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন একজন পরিচালক। তিনি সবাইকে একত্রিত করে ফেললেন। মিটিং করে মিল-মহব্বত প্রতিষ্ঠা করে দিলেন সবার মধ্যে। বাস্তবে কতটা মিল হলো সেটা বোঝা গেলো না। কারণ তারা সবাই ‘শীর্ষ’ অভিনেতা। তবে ৬ জুনের যে নাটকের জন্য একত্রিত করা হলো, সেখানে তাদের সবাইকে রাখা হলো স্ট্যান্ডবাই। প্রয়োজন হলেই তারা মঞ্চে উঠে আসবেন। কিন্তু মহড়াগত জটিলতা হওয়ায় নাটকের তারিখ কয়েকবার পরিবর্তন হয়ে স্থির হলো ১ জুলাই। স্ট্যান্ডবাই ‘শীর্ষ’ অভিনেতাদের অংশ নিতে হলো না। তাদের অধস্তনরাই অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে শুটিং সম্পন্ন করলো নাটকের। ঢাকাবাসী সরাসরি দেখলেন। দেশবাসী এবং বিশ্ববাসী দেখলেন টেলিভিশনের পর্দায়। পত্রিকা এবং টেলিভিশনে দেখা গেল সদাহাস্যময় পরিচালককে। শুটিং সম্পন্ন করে বিজয়ীর হাসি হাসলেন পরিচালক। নাটকের প্রথম অংশ এভাবেই শেষ হলো।

২.

যে কথা বলে বা আশ্বাস দিয়ে ‘শীর্ষ’ অভিনেতাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, পরিচালক যে সে কথা রাখবেন না সেটা অন্যরা বুঝতে পেরেছিলেন। শুধু বুঝতে চাননি মিস্টার পি.। আশায় আশায় ঢাকা শহরে দিন কাটছিল তার। পরিচালক বিষয়টি পছন্দ করছিলেন না। মিস্টার পি’র অধস্তনদের সঙ্গে কথা হলো পরিচালকের। এবার অধস্তনদের ‘শীর্ষ’ অভিনেতা বানাতে চাইলেন। অধস্তনরা মহাখুশি। তারা ভুলে গেল ‘শীর্ষ’ অভিনেতাকে, যার কাছে তারা অভিনয় শিখেছিল।

শুরু হলো পরিচালকের নতুন নাটক। নাটকের কাহিনী এমন- শুটিং স্পট উত্তরা। রাতে শুটিং। ‘শীর্ষ’ অভিনেতা অন্যদের স্ক্রিপ্ট বোঝানোর কাজে ব্যস্ত থাকবেন। অধস্তনদের একজন এ খবর জানিয়ে দেবে পরিচালককে। পরিচালক জানাবে জায়গা মতো। অপারেশনে ধরা পড়বে ‘শীর্ষ’ অভিনেতা।

ঠিক এভাবেই ঘটলো পুরো ঘটনা। কিন্তু ধরা পড়লো না ‘শীর্ষ’ অভিনেতা। আহত হয়ে পালিয়ে গেল। তারপর ধরা পড়লো সাভারে। ধরা হলো তার সহযোগীদের খবরের ভিত্তিতেই। সহযোগীরাই হয়ে গেল ‘শীর্ষ’ অভিনেতা। পরিচালক কাছে টেনে নিলেন তাদের।

৩.

সার্বিক দৃশ্যপট বদলে গেল। পরিচালক

‘পরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ প্যাকেজ নাটকে কোনো নতুনত্ব আনতে পারেনি। এ ধরনের নাটক আগেও বহু হয়েছে। একটিই নতুনত্ব এসেছে, অতীতে এতো পরিচালককে একত্রিত হয়ে কোনো নাটক পরিচালনা করতে দেখা যায়নি। তবে তিন-চার জন পরিচালক একত্রিত হলে নাটকের স্ক্রিপ্ট যত দুর্বল হোক না কেন, সম্পাদনায় যত অসঙ্গতিই থাক না কেন, নাটক হিসেবে দর্শক সেটাকে গ্রহণ করে নেয়। ‘পরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ একটি প্যাকেজ নাটক হিসেবে দর্শকের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়

ব্যস্ত হয়ে গেলেন অন্য কাজে। 'শীর্ষ' অভিনেতার দিন কাটতে থাকলো কারাগারে, রিমান্ডে। চেহারার সেই নাদুস-নুদুস ভাব চলে গেল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। কী বলতে কী সব বলতে শুরু করলেন।

তিনি খুব ভালো করেই জানতেন এসব কখনো বলতে নেই। বললে আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না। অতীতে তার কাছের অনেকে জীবন দিয়ে এটা প্রমাণ করে গেছেন। তারপরও তিনি বলে ফেললেন তার কিছু পরিচালকের কর্মকান্ডের কথা। তাদের মধ্যে একজনের নাম বললেন যিনি 'পরিবহন সেক্টর' নিয়ে অনেক সফল নাটকের নির্মাতা। তাকে ছাড়া পরিবহন সেক্টরের কোনো নাটকের কথা ভাবাই যায় না। এক সময় তিনি ছিলেন ন্যায়কর্তা। আর একজন পরিচালকের নাম বললেন, তিনি যাদের হাতে ধরা পড়েছেন, সেই পরিচালক তাদের গুরু। নাম বললেন একজন সাবেক পরিচালকেরও। যিনি 'মালিবাগ' নাটক পরিচালনা করেছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লেন যার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশে এসেছিলেন তার নাম বলে।

'শীর্ষ' অভিনেতাদের মধ্যে যেমন সখ্য নেই, তেমনি সখ্য নেই এই পরিচালকদের মধ্যেও। স্বার্থ তাদের নিয়ে এলো কাছাকাছি।

তিন-চার পরিচালক একত্রিত হয়ে লিখে ফেললেন একটি স্ক্রিপ্ট।

শুরু হলো মহড়া। ফাইনাল শুটিংয়ের তারিখ ঠিক হলো ৬ আগস্ট। স্পট সাভার। সারা দিন চললো ইনডোর শুটিং। আউটডোর শুটিংয়ের সময় ঠিক করা হলো রাতে, গভীর রাতে।

স্ক্রিপ্ট মোটামুটি এ রকম- শুটিং স্পটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কজনক পরিবেশ তৈরি হবে। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে শোনা যাবে গুলির শব্দ। গুলিতে কেঁপে উঠবে আকাশ-বাতাস। গোলাগুলির এক পর্যায়ে নিহত হবে 'শীর্ষ' অভিনেতা।

শুটিং এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

৪.

এই নাটকটির প্রিমিয়ার শো দেখে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। নাটকে দেখানো হয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে 'শীর্ষ' অভিনেতার কিছু সহযোগীকে ধরার জন্য সেখানে যাওয়া হয়েছে। 'শীর্ষ' অভিনেতা নাটকে একজন সন্ত্রাসী। তার সহযোগীরা কোথায় মিটিং করছে এটা 'শীর্ষ' অভিনেতা জানেন। পথ প্রদর্শক হিসেবে তাকে সঙ্গে নেয়া হয়েছে।

'শীর্ষ' অভিনেতার সহযোগীদের মিটিং করার খবর জানাজানি হলো কীভাবে? জানাজানি না হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে 'শীর্ষ' অভিনেতার সহযোগীরা গুলি শুরু করতো না। এখানে স্ক্রিপ্টের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড' নাটকে দেখা যায়, 'শীর্ষ' অভিনেতা নিহত হয়েছেন রাত ২.৪৫ মিনিটে। কিন্তু তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে রাত ৪টার পরে। এই মাঝের সময়টায় নাটকে কী ঘটেছে, সেটা দেখানো হয়নি। এটা নাটকের খুব দুর্বল একটা দিক। মনে হয়েছে গোঁজামিল দেয়া হয়েছে। ভালো মতো এডিট করে একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। হাসপাতালে 'শীর্ষ' অভিনেতার নাম মিস্টার পি'র পরিবর্তে মোঃ পি. লেখা হয়েছে, ঠিকানা ও বাবার নাম দেখানো হয়েছে অজ্ঞাত। এটাও দর্শকের মনে প্রশ্নের উদ্রেগ করেছে

'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড' নাটকে দেখা যায়, 'শীর্ষ' অভিনেতা নিহত হয়েছেন রাত ২.৪৫ মিনিটে। কিন্তু তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে রাত ৪টার পরে। এই মাঝের সময়টায় নাটকে কী ঘটেছে, সেটা দেখানো হয়নি। এটা নাটকের খুব দুর্বল একটা দিক। মনে হয়েছে গোঁজামিল দেয়া হয়েছে। ভালো মতো এডিট করে একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। হাসপাতালে 'শীর্ষ' অভিনেতার নাম মিস্টার পি'র পরিবর্তে মোঃ পি. লেখা হয়েছে, ঠিকানা ও বাবার নাম দেখানো হয়েছে অজ্ঞাত। এটাও দর্শকের মনে প্রশ্নের উদ্রেগ করেছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে গোলাগুলিতে 'শীর্ষ' অভিনেতা নিহত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে উপাস্থিত হওয়া দু-একজন দর্শককে বলা হয়েছে, 'একজন ডাকাত' নিহত হয়েছে। নাম না বলে 'একজন ডাকাত' বলে 'শীর্ষ' অভিনেতাকে অসম্মান করা হয়েছে। এতে পরিচালকদের অপরিপক্বতা প্রকাশ পেয়েছে। বোঝা গেছে পরিচালকদের কাজে সমন্বয় ছিল না।

৫.

সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, 'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড' প্যাকেজ নাটকে কোনো নতুনত্ব আনতে পারেনি। এ ধরনের নাটক আগেও বহু হয়েছে। একটিই নতুনত্ব এসেছে, অতীতে এতো পরিচালককে একত্রিত হয়ে কোনো নাটক পরিচালনা করতে দেখা যায়নি, 'পরিকল্পিত হত্যাকান্ডে' যেটা দেখা গেছে। তবে তিন-চার জন পরিচালক একত্রিত হলে নাটকের স্ক্রিপ্ট যত দুর্বল হোক না কেন, সম্পাদনায় যত অসঙ্গতিই থাক না কেন, নাটক হিসেবে দর্শক সেটাকে গ্রহণ করে নেয়।

'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড' একটি প্যাকেজ নাটক হিসেবে দর্শকের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বি. দ্র : 'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড' নাটকের সঙ্গে বাস্তব কোনো ঘটনা বা কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। পুরোপুরি কাল্পনিক, ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড' নাটকটি।